হরিঃ ॥ ইতি। তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে। যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণফল-প্রসঙ্গে—যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেদিতি। তদেতদাহ—নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ২৩৭ ॥

টীকা চ—জ্ঞানপ্রদাৎ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। 'অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তীত্যাহ, নাহমিতি। ইজ্যা গৃহস্থধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্। তথা তপসা বনস্থধর্ম্মেণ। উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা। 'অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং, যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া। ইত্যেষা। অত্র জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবন্নিষ্ঠঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তত্র পূর্ব্বত্র তথৈব ব্যাখ্যা। উত্তরত্র ত্বেবম্। ইজ্যা পূজা, প্রজাতি বৈষ্ণবদীক্ষা, তপঃ সমাধিঃ উপশমো ভগবন্নিষ্ঠেতি ॥ ১০ ॥ ৮১ ॥ শ্রীভগবান্ শ্রীদামবিপ্রম্ ॥ ২৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই শরণাপত্তি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইলেন। এই শরণাগতির যে অপূর্ব্বতা তাহার কারণ এই যে—সেই শরণাপত্তি ভিন্ন তদয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ তিনি যে শ্রীভগবানের মানুষ, সেটি শরণাপত্তি ভিন্ন কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। তন্মধ্যে যদ্যপি শরণাপত্তি দ্বারাই সকল ভজনাদি সিদ্ধ হয়, যেহেতু গরুড়পুরাণে উল্লেখ আছে—"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তং বৈষ্ণবং পদং ॥" যাহারা সেই শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ধ্যানযোগ বিনাও মৃত্যুগ্রস্ত সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে এবং বৈষ্ণব পদ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করে—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তথাপি ভজন অনুষ্ঠানের আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য লাভের যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্র উপদেষ্টা অথবা ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীশ্রীগুরুচরণের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করিবে। যেহেতু সেই শ্রীগুরু-কৃপাতেই নানা প্রতিকার উপায়েও যে সকল অনর্থ নিবৃত্তি হয় না, সেই সকল অনর্থ অনায়াসেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহ লাভেরও শ্রীগুরুকৃপাই কারণ। শ্রীগুরুকৃপাতেই যে সর্ব্বানর্থ বিনাশ হয়। তাহা যেমন প্রকারে হয়, ৭ম স্কন্ধে ৭।১৫।১৭ হইতে ১৯ শ্লোকে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—হে রাজন্! সঙ্কল্প পরিত্যাগের দ্বারা কামকে জয় করিবে, ত্যাগ দ্বারা ক্রোধকে নিবৃত্তি করিবে, অর্থে অনর্থ দৃষ্টি দ্বারা লোভ জয় করিবে, আর দুঃখের হেতু অথবা সর্ব্বত্র অদ্বৈত অনুসন্ধানের দ্বারা কিম্বা লোভনীয় বস্তুতে ভবিষ্যৎকালে অনর্থ-দৃষ্টিতে অভ্যাস রাখিয়া লোভকে পরাজয় করিবে। আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অর্থাৎ